ঝিনাইদহে কলাগাছের সাথে দুর্বৃত্তদের শত্রুতা

ঝিনাইদহে একের পর এক কলাগাছের সাথে শত্রুতা করে চলেছে দুবৃত্তরা। গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের কেচমত গড়িয়ালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগি কৃষক আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ইতোপূর্বে প্রতিবেশি জাফরের সাথে ছাগলে ক্ষেত খাওয়াকে কেন্দ্র করে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

এরই জের ধরে প্রতিপক্ষরা আমার প্রায় অর্ধশত কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে সাবাড় করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন এতে করে আমি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। আমি সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে এ ঘটনার বিচার দাবী করছি।

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুলিশকে টহল গাড়ি হস্তান্তর করলো ঝিনাইদহ হাটগোপালপুরের ব্যবসায়ীরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ টহলগাড়ি হস্তান্তর করেছে।

গত মঙ্গলবার বিকালে হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলামের কাছে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন ব্যবসায়ীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পদ্মাকর ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, সাবেক চেয়ারম্যান বিকাশ বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আটো রাইস মিলের মালিক তপন কুন্ডু, গোপাল কুন্ডু, আজাদ আমিন, জাহাঙ্গির হোসেন, মনির মন্ডল, লাভলু মিয়া, বাজার দোকান মালিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডা. এস এ জি মিল্টন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই জাহিদুল ইসলাম।

এ সময় প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বক্ষণিক টহল গাড়ি কাজ করবে।

গাংনীতে ধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধীর সন্তানের মিলছে না পিতৃ পরিচয়

মেহেরপুরের গাংনীতে ধর্ষণের শিকার বাকপ্রতিবন্ধী তাপসীর সন্তানের পিতার পরিচয় মিলছে না। পিতার পরিচয় সনাক্ত করতে বানারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড) পরীক্ষা করা হলেও তার সাথে মিলছে না শিশুর পিতৃ পরিচয়। এ নিয়ে বাকপ্রতিবন্ধীর পরিবার চরম বিপাকে পড়েছে।

তাপসী খাতুন কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে ও বানারুল একই গ্রামের রাহিল উদ্দীনের ছেলে।

তাপসীর মা ফিরোজা খাতুন জানান, তার বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ে তাপসীকে ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবেশী বানারুলের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা

দায়ের করা হয়। মামলা নং ৮। তাং ০৬.০৮.২০২০ ইং। মামলায় কয়েক মাস জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে ধর্ষক বানারুল ইসলাম।

গত ৬ নভেম্বর রাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তাপসী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেও বানারুলের সাথে তাপসীর কন্যার ডিএনএ টেস্ট মেলেনি বলে পুলিশ জানিয়েছে।
তবে তাপসী বাকপ্রতিবন্ধী হলেও আদালতসহ সকলকে জানিয়েছে বানারুল তাকে ধর্ষণ করেছে। বানারুল প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে সে মামলা তুলে নেয়াসহ নানা ভাবে হুমকি দিচ্ছে।

বাকপ্রতিবন্ধী তাপসীর নানী আনোয়ারা খাতুন জানান, প্রতিবেশী রহিল উদ্দীনের ছেলে বানারুল তাপসীকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের কারণে গর্ভবর্তী হয়ে সন্তান প্রসব করেছে তাপসী। আমরা দরিদ্র মানুষ তিন বেলা আমাদের ভাত জোটে না। বিচার না পেলে স্ব পরিবারে মৃত্যু ছাড়া কোন পথ নেই তাদের।

তাপসীর মামাতো ভাই মকলেচুর রহমান জানান, মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য বানারুল কতিপয় সমাজ পতিদের নিয়ে নানা অপপ্রচার করছে। এদিকে ধর্ষণ মামলার আসামি বানারুল ইসলাম দাবী করেছেন তিনি এ ঘটনার সাথে জড়িত নয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই সুমন জানান, মামলার আসামি বানারুলের সাথে শিশুর ডিএনও টেস্টে মিল নেই। এ কারণে তাপসীর সাবেক স্বামীর ডিএনও টেস্ট করা হবে।

এছাড়া তাপসী আদালতকে জানিয়েছে, বানারুল তাকে ধর্ষণ করেছে। তাপসীর সন্তানের সাথে বানারুলের ডিএনও টেস্টে মিল না হলেও ধর্ষণের সাথে বানারুল জড়িত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। মামলার তদন্ত শেষ করতে আরো কিছু সময় লাগবে।

শহীদ রেজাউল হকের পরিবার দেখা

করতে চান প্রধানমন্ত্রীর সাথে

তখন ক্ষমতায় বিএনপি। চারদিকে বিএনপি আর জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের নিধন চিত্র নিত্য নৈমিত্তিক। এ সময় মেহেরপুর জেলাব্যাপী ছাত্রলীগ, বিএনপি ও জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ। এতে শিবির আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

শিবিরের সেই তান্ডবে প্রাণ হারান তৎকালীন মেহেরপুর সরকারী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক রেজাউল হক। সেদিনও ছিল শোকার্ত আগস্ট মাস।

১৯৯২ সালের ১৯ আগস্ট। মেহেরপুর শহরের সরকারী কলেজ মোড় এলাকায় ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। সংঘর্ষে উভয় পক্ষই অনেকে আহত হয়। ছাত্রলীগ নেতা রেজাউল হকও মারাত্মক আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে চিকিৎসক। পরে তার অবস্থা আরো অবনতি হওয়ায় ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ (তৎকালীন পিজি) হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সেই সময়ের বিরোধী দলীয় নেতা বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রেজাউল হকের সাথে দেখা করেন এবং তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর ১৯৯৩ সালের ৭ নভেম্বর মারা যান তিনি।

এঘটনায় রেজাউল হকের পিতা আতর আলি বাদী হয়ে ৩৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় প্রধান আসামি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমীর হাজি ছমির উদ্দিন।

উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন শিবিরের মেহেরপুর জেলার সভাপতি চাপাইনবাবগঞ্জের হাসানুজ্জামান, গাংনীর চৌগাছা গ্রামের আব্দুল ওহাব, বেসরকারি কলেজের মুকুল হোসেন, গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের রেজাউন হোসেন।

মামলার বাদী রেজাউল হকের পিতা আতর আলী ২০০৭ সালে মারা যান। মারা যাওয়ার পর মামলাটি দেখা শোনা করেন তার বোন রিজিয়া খাতুন।

রেজাউল হকের বোন রিজিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাই দলের জন্য রক্ত দিয়েছে। অথচ কয়েকজন স্থানীয় নেতা সেই রক্তের সাথে বেঈমানী

বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরকে শহীদ রেজাউল চত্বর হিসবে ঘোষণা দেন এবং সেখানে একটি সাইনবোর্ড টানিয়ে দেন।

শহীদ রেজাউল হকের পরিবারের অসহায় সদস্যদের আকুল আবেদন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের গণভবনে ডাকবেন। শুনবেন দলের জন্য জীবন দেয়া একটি পরিবারের কথা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে “স্বাধীনতা সড়ক”

এম এফ রুপক
স্বাধীনতার সূতিকাগার মেহেরপুরের মুজিবনগর (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা) থেকে ভারতের নদীয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিক সেই সড়ক। যে সড়ক ধরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জাতীয় চার নেতা মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের। জাতীয় চার নেতার সাথে এই সড়ক ধরে এসেছিলেন অসংখ্যা বিদেশি সংবাদকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার দির্ঘ সময় পরে হলেও মুজিবনগর-কলকাতা “স্বাধীনতা সড়ক” নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে নির্মাণ কাজ। ২৬ মার্চ উদ্বোধনের লক্ষ্যে বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে সড়ক নির্মাণ কাজ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করার কথা রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর।

চলতি মাসের শেষের দিকে অথবা মার্চের প্রথম দিকে রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করছেন ঠিকাদার শাহাবাজ উদ্দিন। ২৬ মার্চ উদ্বোধনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের অংশে খুব দ্রুত গতিতেই কাজ চলছে।

মুজিবনগর থেকে ভারতের নদীয়ার কৃষ্ণনগর সড়কের প্রায় ৫শ মিটার ইটের

হিয়ারিং বণ্ড রয়েছে বাংলাদেশ অংশে। এই ৫শ মিটার সড়ক পাকাকরণের কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও মুজিবনগর ইমিগ্রেশন ও কাস্টম চেকপোষ্ট স্থাপনের কাজও চলমান। এই সড়ক বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন দু- দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে তেমনি মেহেরপুরবাসীর জন্য উন্মেচিত হবে অর্থনীতির নতুন দিগন্ত। বিশেষ করে মুজিবনগর সীমান্ত এলাকার মানুষের জন্য খুলবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দুয়ার।

সীমান্ত এলাকা হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে এই এলাকার মানুষ। কৃষিনির্ভর এই এলাকার অর্থনীতির মুল উৎস হলো কৃষি। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও কম না। তাই স্বাধীনতা সড়ক কে ঘিরে একগুচ্ছ কর্মসংস্থানের সপ্ন দেখছেন এই এলাকার বেকাররা। এটিকে ঘিরেই নতুন দিনের সম্ভাবনা দেখছেন মেহেরপুরের মানুষরা।

স্বাধীনতা সড়কের পাশেই বাড়ি ৬৫ বছরের বৃদ্ধ ছাবদার আলীর। জাতীয় চার নেতার আগমনের সাক্ষী তিনি। ছাবদার বলেন, আমরা কখনো ভাবিনি এখান দিয়ে সড়ক হবে। এখন সেটি হচ্ছে দেখে খুবই ভাল লাগছে। নতুন ইতিহাস হচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাইদুর রহমান, রিপন আলীসহ বেশ কয়েকজন বলেন, এই স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়িত হলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হবে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরে হলেও উন্নয়নের আলো জ¦লতে যাচ্ছে আমাদের এলাকায়। এই সড়ক কে ঘিরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছেন তারা।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সড়ক টি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতের উন্নতি ঘটবে। নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শুধু মাত্র এলাকার মানুষের কৃষি খাতের উপর যে নির্ভরতা সেটাতো কমবেই সেই সাথে বহুমুখি অর্থনীতির রুপান্তর ঘটবে।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহযোগীতা করেছেন নিজস্ব প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ ও মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা)।

মেহেরপুরে পালাতক আসামী বানারুল আটক

মেহেরপুরে মাদক মামলার পালাতক আসামী মো: বানারুল ইসলাম(২২) কে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

বুধবার দুপুর ২ টার সময় মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর এবং হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত বানারুল ইসলাম(২২) গাংনীর খাসমহল গ্রামের মৃত: নজরুল ইসলামের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পালাতক আসামী মো: বানারুল ইসলাম কে আটক করেছে ডিবি পুলিশের একটি চৌকশ দল।

তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে, যার নং:২৬ তারিখ ২৮-০১-২০২১ ধারা ২০১৮ সালের মাদক দব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৫ (১) সারনির ১৪ (খ)/৪১।

মেহেরপুরে দারুল কুরআন মাদ্রাসা’র উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ফতেপুরে দারুল কুরআন মাদ্রাসা’র উদ্বোধন ও দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ফতেপুর মাঠ প্রাঙ্গণে দারুল কুরআন মাদ্রাসা’র সভাপতি শফিুউল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ন-আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, এছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জমি দাতা বাবলু বিশ্বাস, ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বার মিলন আম্মেদ, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাফিল হোসেন, সাবেক মেম্বার বাবুর আলী, অত্র মাদ্রাসার মুফতি মুহতামিম, মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মুফতি হাফিজুর রহমান, মুফতি মোস্তফা কামাল কাসেমীসহ গ্রামবাসী।

এসময় অনুষ্টানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী মাস্টার।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাকচাপায় রেলইয়ার্ড শ্রমিক নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ট্রাকের ধাক্কায় সাজু আহম্মেদ (২৩) নামের এক রেলইয়ার্ড শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

বুধবার সকালে দর্শনা রেলবন্দরে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাজু আহম্মেদ দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিনগর গ্রামের মহিদুল ইসলামের ছেলে।

দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান জানান, বুধবার সকালে দর্শনা রেলইয়ার্ডে ভারত থেকে আসা মালবাহী ট্রেন থেকে পণ্য খালাসের কাজ করছিলো সাজুসহ কয়েক শ্রমিক।

এসময় খালাসকৃত পণ্যবোঝাই একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-১৩-৫৩৪৩) পেঁছাতে গেলে ট্রাক ও মালবাহী ট্রেনের মাঝে পড়ে পিষ্ট হয় সাজু। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সাজুর মরদেহ উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাস উল্টে নিহত-১০, আহত-২০

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারো বাজার এলাকায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে দশজন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ এর তথ্য সুত্রে জানা গেছে।



তিনি জানান, বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার বারবাজার এলাকায় যশোর দিক থেকে ছেড়ে আসা কষ্টিয়াগামী গড়াই পরিবহনের সাথে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হলে বাসটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়া। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ১০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও উদ্ধারকাজ চলমান রয়েছে।

নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গাংনীতে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য’র অনশন

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে অনশন করছেন অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য মহিবুল ইসলাম।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজার বাসষ্টান্ডে তিনি অনশন শুরু করেন।

মহিবুল ইসলাম গাংনী থানাপাড়ার ইব্রাহীম জোর্য়াদ্দারের ছেলে।

তিনি বলেন, সামাজিক ভাবে হেয় করার জন্য তার নামে সাজানো মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন পালন করবেন বলে জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, গাংনী থানাপাড়ার সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে লিটন হোসেনকে মারধর করা হয়েছে মর্মে ৪ জনকে আসামী করে মেহেরপুর সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করে।

মামলাটি আমলে নিয়ে থানা গাংনী থানাকে নথিভুক্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়। সে মামলায় মহিবুলকে ৪ নং আসামী করা হয়েছে বলে তিনি জানান।